সংবাদ

তারিখ ... 12 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

# বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ ও আগ্রহ বাড়াতে হবে

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হয় মাধ্যমিক ধাপে। শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান বিষয়ে অতি সামান্য ধারণা লাভ করে। সহযোগী দৈনিকের গত শনিবারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার নেই। ব্যানবেইসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়েই শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি অনাগ্রহ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। এর মূল কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব এবং পর্যাপ্ত ভৌত কাঠামো না থাকা।

এটি অজানা নয়, বিজ্ঞান্ শিক্ষায় তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীকক্ষে তত্ত্বীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা গেলেও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আবশ্যক বিজ্ঞানাগার।

ব্যানবেইসের তথ্যে বলা হয়েছে, দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে (নবম ও দশম) বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ ৮৮ হাজার। কিন্তু বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার না থাকায় এর বড় একটি অংশই বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে উচ্চশিক্ষায়। বিশেষ করে চিকিৎসা ও প্রকৌশলসহ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এর প্রভাব নেতিবাচক হচ্ছে। এ কারণেই চিকিৎসা ও প্রকৌশলী খাতে দক্ষ মানবসম্পদের সেবা থেকে জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ দীর্ঘদিন ধরেই বেড়ে চলছে।

১৯৯০-এ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ৪২ দশমিক ৮১ শতাংশ। অথচ ২০১৫-তে তা কমে দাঁড়ায় ২৯ শতাংশ। বলা হচ্ছে, বিজ্ঞানাগার ও প্রাসঙ্গিক ভৌত কাঠামোর অভাবে দিনকে দিনই বিজ্ঞান শিক্ষায় নিরুৎসাহিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বিজ্ঞান শিক্ষার বুনিয়াদ বা ভিত দুর্বল হওয়ার কারণেই পরবর্তী উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানভিত্তিক দক্ষ জনবল গড়ে উঠতে পারছে না।

বিস্ময়কর হলো এ নিয়ে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত নীতিনির্ধারকদের বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা আছে বলে আমরা মনে করি না। বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠার পরিধি যেখানে পিছিয়ে যাচ্ছে সেখানে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠবে কীভাবে? অথচ টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের প্রচুর জনশক্তি দরকার।

এ সংকট কাটাতে অর্থের বরাদ্দ যেমন বাড়াতে হবে তেমনি বরাদ্দের গুণগত মান থাকতে হবে এবং গেটা বরাদ্দটাই যাতে যথার্থভাবে ব্যয় হয় তার জন্যে নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী আমলাতন্ত্র আদৌ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার এবং সম্প্রসারিত বিজ্ঞানমনস্কতা চায় কিনা? কারণ এখনও জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা বনাম ধর্ম শিক্ষা নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিতর্কে জাতিকে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় ডিজিটাল বাংলাদেশ, প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন কথাগুলোর বাস্তবায়ন কঠিন বলেই মনে হয়।